গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সমন্বয় অধিশাখা
www.mole.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১২.০৬.০০৪.১৭.২৪০ তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
২৫ নভেম্বর ২০১৯

বিষয়: **মাসিক সমন্বয়সভার (অক্টোবর ২০১৯ মাসের) কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার **(অক্টোবর, ২০১৯ মাসের)** কার্যবিবরণী এসাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, আগামী ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে সমন্বয়সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৮ (আট) পাতা।

২৫-১১-২০১৯
মোঃ মহিদুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৫৫৩

.

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১২.০৬.০০৪.১৭.২৪০/১(৫৫) তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
২৫ নভেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
৩) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৪) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, কেন্দ্রীয় তহবিল
৫) চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড
৬) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮) রেজিস্ট্রার , চেয়ারম্যান এর দপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল
৯) সকল কর্মকর্তা

২৫-১১-২০১৯
মোঃ মহিদুর রহমান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা

বিষয়: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	কে এম আলী আজম সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ	:	১৯ নভেম্বর ২০১৯
বিবেচ্য মাস	:	অক্টোবর ২০১৯
সময়	:	বেলা ১১.০০ টা
উপস্থিত সদস্য	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য উপসচিব (সমন্বয়)-কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অক্টোবর ২০১৯ মাসের সভায় তথ্যাদি উপস্থাপন করেন।

২। ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম/ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ** ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	উপসচিব (সমন্বয়)

মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি			
ক্রম/ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১৩-গ্রেড ২০ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ৫টি শূন্য পদ পূরণের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয় এবং নতুন করে ৩য় শ্রেণির ৩টি পদ শূন্য হওয়ায় মোট শূন্যপদের সংখ্যা ০৮টি। তারমধ্যে ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। সচিব বলেন দ্রুত সময়ের মধ্যে শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় অবহিত করেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রতিটি পদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা অনুযায়ী পদ সৃজনের আদেশ এবং সংরক্ষিত পদগুলোর শূন্য হওয়ার প্রমাণক প্রেরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করে গত ০৬-১০-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব বলেন যে	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৮টি শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত সংস্থাপন শাখা কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

	সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে লিখিত মতামত সংগ্রহ করতে হবে। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) জানান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ২টি শূন্যপদ সরাসরি কোটায় পূরণের জন্য পিএসসিতে ০৮-০৯-২০১৯ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সচিব বলেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ২টি শূন্যপদ ও সহকারী প্রোগ্রামারের শূন্যপদ দ্রুত পূরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) সভায় জানান, নিয়োগ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালকে ২৭/১০/২০১৯ তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নতুন সৃজিত ২টি শূন্যপদ রয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি শূন্যপদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে। এছাড়াও নিরাপত্তা প্রহরীর মৃত্যুজনিত কারণে ১টি শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত ১৬/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে।	(গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পুরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের পর শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
২.৩	নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় জানান, ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ প্রণয়ন বিষয়ে নিয়োগবিধি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভার কাযবিবরণী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০-০৯-২০১৯ তারিখ পাওয়া যায়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ১৪/১১/২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে। সচিব বলেন আগামী প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এজেন্ডা উপস্থাপনের বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। তিনি আরও জানান, শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৫-১১-২০১৯ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা হয় যে, এনাম কমিটির পরে সৃজিত ১৮০টি স্থায়ী পদের মধ্যে কয়েকটি পদের জিও পাওয়া যায়নি। শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করা এবং স্থায়ী যে সকল পদের জিও পাওয়া যায়নি সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে সার্চ কমিটির গঠন করার পরামর্শ দেন।	(ক) ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি করে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ চেয়ারম্যান নিম্নতম মজুরী বোর্ড /যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/ রেজিস্ট্রার, শ্রম আপীল আদালত
২.৪	**APA ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা** উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৯) পর্যালোচনা সভা গত ১০-১০-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। APA-এর	(ক) APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম করতে হবে। (খ) ১ম কোয়ার্টারে যে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে আবশ্যিকভাবে অর্জন করতে হবে।	অনুবিভাগ প্রধানগণ/ অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার-প্রধানগণ/ APA টীম প্রধান/

	১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখায় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় গত ১৪-১০-২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) টিম প্রধানের সভাপতিত্বে APA ফোকাল পয়েন্টসহ কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গত ০৭-১১-২০১৯ তারিখে অক্টোবর ২০১৯ মাসের পর্যালোচনা সভা করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান ১ম কোয়ার্টারে দু-একটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি সে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা তা ২য় কোয়ার্টারে অর্জন করা হবে।	(গ) মন্ত্রণালয়ের APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করতে হবে। ১ম কোয়ার্টারের যে সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে অবশ্যই অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
২.৫	**ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো** সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। অক্টোবর' ২০১৯ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ৯৮% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সচিব বলেন সকল ডাক থেকে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। নোট সৃজনে কোনো কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন হলে আইসিটি সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের ১৩ ও ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ এটুআই কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৫ অক্টোবর ২০১৯ থেকে দপ্তরগুলো ই-ফাইলিং-এ সচল করার কথা থাকলেও এটুআই তা সার্ভার সংক্রান্ত কারিগরি সমস্যার কারণে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গত ০৫/১১/২০১৯ তারিখে এ বিষয়ে এটুআই প্রতিনিধি সাথে যোগাযোগ করলে তারা দপ্তরগুলোকে সচল করতে কমপক্ষে আরও ১৫ দিন সময় প্রয়োজন হবে মর্মে জানান। সচিব বলেন, ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা হতে তাৎক্ষনিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।	(ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে কমপক্ষে ৯৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাক আবশ্যিকভাবে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। (ঘ) ৩০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। (চ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/সকল কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট
২.৬	**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১১১ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ১৩২ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ১০ জন কর্মচারীকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা কর্তৃক মনিটরিং করা হচ্ছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, মুজিব বর্ষ	(ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার সকল কর্মচারীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে 'সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮' অবহিত করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা মনিটরিং করবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)

	উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়টি প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। 'সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮' সহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের বিষয় মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঘ) প্রশিক্ষণ শাখা হতে প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
২.৭	**তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ** সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সচিব বলেন মন্ত্রণালয় ও আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কোনো টিম দেশে/বিদেশে কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের সচিত্র তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণ করবে, আইসিটি সেল তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।	প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/সচিব-এর বিদেশ থাকার বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ছবি ও তথ্যাদিসহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে। আইসিটি সেল প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করবে।	সকল কর্মকর্তা/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট
২.৮	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি** সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) সভায় জানান, অডিট আপত্তির সঠিক তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ২৪টি আপত্তির মধ্যে ২৪টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন ৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৮টি ব্রডশীট জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। এছাড়াও শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত অডিট আপত্তির সংখ্যার গরমিলের বিষয়ে ব্যাখাসহ তা সংশোধন করা প্রয়োজন। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ১৪টি আপত্তির মধ্যে ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমানকসহ ব্রডশীট জবাব সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।। অবশিষ্ট ৫টি আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমানক সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান, অডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করেছে। সচিব বলেন, নিয়মিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ দ্রুত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) অডিট টিম কর্তৃক সিভিল অডিট অধিদপ্তর সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (খ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করা হয়নি মন্ত্রণালয়ের অডিট টিম কর্তৃক দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রডশিট জবাব প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা সিভিল অডিট অধিদপ্তর ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। (ঙ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত অডিট আপত্তির সংখ্যায় গরমিলের বিষয়ে ব্যাখাসহ সংশোধনী প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা।
২.৯	**বাজেট** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের ৩টি ক্রয় প্রক্রিয়া ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) সভায় জানান, প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিতভাবে Budget Management Committee (BMC) সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ক্রয় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে।	(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/ (প্রশাসন) অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধান
২.১০	**স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ।** শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৫২টি দপ্তরের মধ্যে ৪৩টি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি	(ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান/ যুগ্মসচিব

	রয়েছে। ইতিমধ্যে ২৪টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নামে নামজারী করা হয়েছে অবশিষ্ট ১৯টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তির নামজারী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ০৪ (চার)টি সিভিল, সিরাজগঞ্জে ০১ (এক)টি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩ (তিন)টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি শ্রম অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সচিব বলেন স্থাবর সম্পত্তির নামজারি ও প্রাচীর নির্মাণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ বিষয়ে প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে। (গ) প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।	(প্রশাসন)/ উপসচিব (সংস্থাপন)
২.১১	**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক অক্টোবর, ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত ২৮৪টি অভিযোগ মধ্যে ২৪৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩২টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরে ৩টি অভিযোগ মধ্যে ১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ২টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। সচিব বলেন, অভিযোগ দ্রুত সময়ের নিষ্পত্তি করতে হবে।	(ক) প্রতি মাসের প্রাপ্ত অভিযোগ এবং পুঞ্জিভূত অভিযোগ সমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক)/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধান
২.১২	**ইনোভেশন আইডিয়া** সিস্টেম এনালিস্ট বলেন, মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার হতে প্রাপ্ত ২৯টি ইনোভেশন আইডিয়ার মধ্যে বাছাই করে ০৯টি ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। সচিব বলেন, বাছাইকৃত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।	(ক) গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণ/ ইনোভেশন টিম প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট
২.১৩	**মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি ও প্রচার** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গত ২১-০৮-২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় । উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিটিভি ব্যতিত ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ডকুমেন্টারি বিনা খরচে সম্প্রচার/প্রদর্শন ও টেলিভিশন স্ক্রলবারে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণ করা হয়েছে। দুরন্ত টিভি ও গাজী টিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া সচিব বলেন, টিভিসি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভালো প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে টিভিসি নির্মাণ করতে হবে।	(ক) শিশুশ্রম শাখা কর্তৃক আগামী ৩১/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে শিশুশ্রম এর ওপর নতুন করে ডকুমেন্টরি তৈরীর ধারনা/বিষয়বস্তু প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করতে হবে, প্রশাসন শাখা কর্তৃক তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নির্মিত টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় সহ সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (আইও)/ সিস্টেম এনালিস্ট সহকারী সচিব (নারী ও শিশুশ্রম শাখা)
২.১৪	**আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং** সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত একটি software তৈরি করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৬টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে DIFE হতে ৩২টি মামলার	(ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (শ্রম)/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান

	তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।		পরিদর্শন অধিদপ্তর/সিস্টেম এনালিস্ট
২.১৫	**সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, প্রশাসন শাখা কর্তৃক নতুন ফরমেট অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে সকল শাখা/অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। অক্টোবর, ২০১৯ মাসে প্রশাসন শাখা, সমন্বয় অধিশাখা, শাখা-৮, আদালত অধিশাখা, সংস্থাপন-১ শাখা, সংস্থাপন -২ শাখা, আইসিটি সেল, হিসাব শাখা, সেবা শাখা, পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত সুপাশিসমূহের মধ্যে অফিস কক্ষ বরাদ্দ ব্যতীত অন্যান্য সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	(ক) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। (খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ সকল কর্মকর্তা
২.১৬	**কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ** সিস্টেম এনালিস্ট বলেন, মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসাবে “Online Based Requistion and Inventory Managament System” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে নতুন একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা পাওয়া গেছে। উক্ত সেবাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	দ্রুত সময়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থার প্রধানগণ / সিস্টেম এনালিস্ট
২.১৭	**কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/**লাইসেন্স নবায়ন ও **কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি যথাযথভাবে জোরদার করা হয় এবং শ্রম আইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদনের সুবিধা বিদ্যমান। অক্টোবর, ২০১৯ মাসে ৮২৬টি কারখানা, প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং ২৮৭৬টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ২৫৫১টি কারখানা লাইসেন্স প্রদান এবং ১৬,২১৫টি লাইসেন্স নবায়ন করা। অক্টোবর, ২০১৯ মাসে ১৩০টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ে Compliance নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কারখানায় শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও কল্যাণ বিষয়ে **কমপ্লায়েন্স** এর সংখ্যা ৪৮২টি।	(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (খ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। (গ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২.১৮	**ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন।** শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২৫৯টি আবেদনের মধ্যে ৪৭ টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ১৩টি আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে, ১৬৩টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৩৬টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে। এবং অক্টোবর/২০১৯ মাসে শ্রম অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ১টি সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। (খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

২.১৯	**শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি** শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে রেজিস্ট্রার বলেন, অক্টোবর, ২০১৯ মাসে ৮৩৯টি মামলা দায়ের এবং ৮২২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন ১৮,৬৯৩টি। নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান। যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) সভায় জানান, বরিশাল শ্রম আদালতে ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান-কে শ্রম আদালত, সিলেটের এবং শ্রম আদালত, রাজশাহীর চেয়ারম্যান-কে রংপুর শ্রম আদালতের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৩টি আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখ সরকারী কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম দপ্তর বরিশালের উপ-পরিচালক-কে শ্রম আদালত, বরিশালের রেজিস্ট্রার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্তকরণে জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতির পর জিও জারী করা হয়ছে। নবগঠিত আদালত ০৩টির বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য তালিকা প্রস্তাব করার জন্য গত ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে শ্রম আধিদপ্তর-কে পত্র দেয়া হয়েছে। সচিব বলেন, চলমান মামলাসমূহ ডিসেম্বর ২০১৯ মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালত চালুকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (আদালত)/ রেজিস্ট্রার শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল
২.২০	**মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ** শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, নিম্নতম মজুরি ঘোষণার মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের অনুকূলে মজুরি বোর্ড গঠনের লক্ষে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়ন বিষয়ে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ১১টি শিল্পসেক্টরে জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে আয়ুর্বেদিক কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা থেকে পেট্রোল পাম্পের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণ করেছেন। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি জানান, প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।	(ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে। (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। এ কার্যক্রমের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর /চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড/ যুগ্মসচিব (মজুরি অধিশাখা)
২.২১	**বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বলেন অক্টোবর, ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ৮ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল মহাপরিচালক বলেন, কেন্দ্রীয় তহবিল হতে অক্টোবর ২০১৯ মাসে ২৬০ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৫কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।	(ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল
২.২২	**মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয়**	প্রশাসন শাখা হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও

	নিষ্পন্নকরণ নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের একটি গাড়ি (কার) অকেজো ঘোষণার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অকেজো ঘোষণার প্রমাণক পেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/ উপসচিব (সংস্থাপন)
২.২৩	**সভায় উপস্থিতি** সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা-প্রধানগণকে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধানগণ
২.২৪	**মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।** উপসচিব (সমন্বয়) জানান, মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যপত্র তৈরি করা হয়েছে। উপসচিব (সমন্বয়) জানান, সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের পরিবর্তে ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে।	(ক) মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন। (গ) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণ করবে।	সকল কর্মকর্তা/সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ/ উপসচিব (সমন্বয়)
২.২৫	**বিবিধ** সারা বছরব্যাপী মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অতি দ্রুত একটি সভা আয়োজন করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	মুজিববর্ষ উদযাপনে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম উপলক্ষ্যে স্বল্পসময়ের মধ্যে একটি সভা আয়োজন করতে হবে।	

৩। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাঃ/-
২১/১১/২০১৯
কে এম আলী আজম
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়